## জোহান উলফগাং ভন গ্যোয়েটে (Johan Wolfgang von Goethe) (১৭৪৯— ১৮৩২)

জার্মান মহাকবি জোহান উলফগাং ভন গ্যোয়েটে-র সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর তিন দশক পর্যন্ত। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। মানবদেহের গঠনতন্ত্র ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা রয়েছে। উপন্যাস, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, সমালোচনা সাহিত্য ইত্যাদি সাহিত্যের সব শাখাতেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। এছাড়াও তাঁর লেখা প্রায় ১০০০০ চিঠি ও আঁকা ৩০০০ টি ছবি পাওয়া গেছে।

### উল্লেখযোগ্য রচনা

নাটক: *Faust* (প্রথম খণ্ড ১৮০৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩১)। এই নাটকে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর প্রভাব রয়েছে।

উপন্যাস: *The Sorrows of Young Werther* (১৭৭৪)

*Wilhelm Meister's Apprenticeship* (১৭৯৬)

*Wilhelm Meister's Journeymanship* (১৮২৯)

আত্মজীবনী: Poetry and Truth (৪টি ভাগ, ১৮৩১-১৮৩৩)— সমালোচকরা এটিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীর মর্যাদা দিয়েছেন।

### সমাজ ও সমকাল

গ্যোয়েটে যে সময়ে জন্মেছিলেন সেটি ইউরোপের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। এটি ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) সমকাল। গ্যোয়েটে জাতিতে ছিলেন জার্মান। ইতালির রেনেসাঁসের তুলনায় জার্মানির রেনেসাঁস সূচিত হয়েছিল পরে। গ্যোয়েটে স্বয়ং মনে করতেন এর কারণ মার্টিন লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মান্দোলন। জার্মান দার্শনিক ফ্রেডেরিখ দ্য গ্রেট জার্মানিতে নব্য ফরাসি যুক্তিবাদের দ্বার খুলে দেন, কিন্তু জার্মান ভাষাকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। মাতৃভাষা চর্চার অভাব জার্মানিতে জ্ঞানচর্চার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে ইউরোপ তখন আলোড়িত। রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরল ফরাসি বিপ্লব। সমকালে ইউরোপের রাজনৈতিক পুরোধা হয়ে দাঁড়ান নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে গ্যোয়েটের আবির্ভাব। যদিও অনেকে মনে করেন ফরাসি বিপ্লবকে গ্যোয়েটে দেখেছিলেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। তাঁর মতে

উচ্চশ্রেণির অবিচারের পরিণাম নিম্নশ্রেণির উত্থান। অনেকেই তাঁকে বলেছেন ‘প্রচলিত ব্যবস্থার মিত্র’। গ্যোয়েটের কথায়— ‘আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, নিসর্গে বিশ্বাসী, অশুভর উপর শুভর জয়ে বিশ্বাসী।’— যদিও তাঁর ঈশ্বরচিন্তায় পর্বান্তর আছে।

## জীবনকথা

গ্যোয়েটে জন্মেছিলেন ১৭৪৯ সালের ২৮ আগস্ট জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের এক সম্ভ্রাত পরিবারে। তাঁর বাল্যকেলে ফ্রাঙ্কফুর্ট সাত বছর ব্যাপী ফরাসি সৈন্যদের দখলে ছিল। গ্যোয়েটে জার্মানির লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন, পরে আইনবিদ্যায় স্নাতক হন। কিছুদিন আইনব্যবসার চেষ্টা করলেও অভিপ্রেত সাফল্য আসেনি।

একুশ বছরের তরুণ গ্যোয়েটে দার্শনিক ও লোকসংস্কৃতিবিদ্ জোহান গট্‌ফ্রিড ফন হের্ডার-এর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা প্রকাশ করতে শুরু করলেন ‘Frank Frurter Geleherte Anzeigen’ নামের একটি পত্রিকা। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন ফ্রিডরিশ ক্লিঙ্গার, জেকব লেনজ্, মের্ক প্রমুখ। তাঁদের বলা হত ফ্রাঙ্কফুর্ট-স্ট্রাসবুর্গ গোষ্ঠী। তাঁরা ভাবজগতে ‘ঝড়-ঝাপটা’ আন্দোলনের পথিকৃৎ। এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল ‘যুবক ভের্টর-এর দুঃখকথা’। ‘প্রমিথিউস’ কবিতাটিও এই সময়ে রচিত। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতালি ভ্রমণ করেন। কবি-দার্শনিক শিলার-এর সঙ্গে গড়ে ওঠে গ্যোয়েটের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। ১৭৯১-তে গ্যোয়েটে যুক্ত হন ডিউকের থিয়েটারে। দীর্ঘ ২২ বছর এই দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

দীর্ঘ ৮৩ বছরের জীবনে বহু নারীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছেন গ্যোয়েটে। স্ত্রী ছিলেন ক্রিস্টিয়ান ভালপিয়াস, কিন্তু কৈশোর থেকে আমৃত্যু তাঁর যে বহু প্রণয়িনী ছিলেন তাঁদের অনেককেই তিনি তাঁর রচনায় অমর করে রেখেছেন। বিয়াত্রিচে-র প্রতি দান্তে-র কিংবা লরা-র প্রতি পেত্রার্ক-এর মতো একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় গ্যোয়েটে দেন নি। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ’ (‘ভারতী’, কার্তিক ১২৮৫ বঙ্গাব্দ)।

## বাঙালি সাহিত্যিকদের গ্যোয়েটে চর্চা

গ্যোয়েটে-কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও প্রবন্ধ রচনা করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিবনারায়ণ রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ। কাজি আবদুল ওদুদ দুই খণ্ডে রচনা করেছেন ‘কবিগুরু গ্যেটে’ গ্রন্থ।

তাঁর কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ।

'প্রমিথিউস' কবিতাটিরই একাধিক বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। অনুবাদকরা হলেন— প্রেমেন্দ্র মিত্র, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শিবনারায়ণ রায়।

## 'Prometheus' কবিতার আলোচনা

রচনা ও প্রকাশকাল

- মূল কবিতাটি জার্মান ভাষায় লেখা হয়েছিল ১৭৭২-৭৪-এর মধ্যে। এটি 'ঝড়-ঝাপটা' আন্দোলনের সময় লিখেছিলেন কবি। গ্রিক পুরাণের প্রমিথিউসকে নিয়ে নাটক লেখার পরিকল্পনা থাকলেও রচিত হয় কবিতা। রচনার সময় কবির বয়স ২৩-২৫।
- কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮৫-তে অখ্যাত প্রকাশকের দ্বারা। পরে ১৭৮৯-এ কবিতাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়।

গ্রিক মিথ-এর প্রমিথিউস

প্রমিথিউস গ্রিক মিথের একজন 'টাইটান' (দেবসম্ভূত)। টাইটানরা মহাবিশ্বের স্রষ্টা। টাইটান আর অলিম্পিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধে টাইটানরা হেরে যায়। তখন টাইটানদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ছাড়া পায় প্রমিথিউস আর তার ভাই এপিমিথিউস। তারা পৃথিবীতে এসে প্রাণীকুল সৃষ্টি করল। প্রমিথিউস কাদা আর জল দিয়ে তৈরি করল ঈশ্বর-সদৃশ প্রাণী মানুষ। তাদের মেরুদণ্ড সোজা রেখে হাঁটতে শেখাল। দেবরাজ জিউস পৃথিবী থেকে আগুন নিয়ে গিয়ে নিজের পুত্র হেফেস্টাসের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। সেই আগুন প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে চুরি করে এনে মানুষকে দিয়ে দেয়। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে এই তার দান।

এর শাস্তিস্বরূপ জিউস প্রমিথিউসকে ককেশাস পর্বতে বেঁধে রাখেন। প্রতিদিন একটি ঈগল এসে তার কলিজা ভক্ষণ করত। কিন্তু এত সহজে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাবেন না বলে জিউসের ইচ্ছায় রাত্রে তার কলিজা আবার নির্মিত হত, পরদিন সকালে আবার ঈগল এসে তার কলিজা ছিঁড়ে খেত। প্রমিথিউসের মৃত্যু হত না, কিন্তু সে ভোগ করত অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। পরে হারকিউলিস তাকে মুক্ত করেন।

আড়াই হাজার বছর ধরে পুরাণের প্রমিথিউস ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী চরিত্র হিসেবে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে বারবার স্থানলাভ করেছে। খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এস্কাইলাস 'প্রমিথিউস বাউন্ড', 'প্রমিথিউস আনবাউন্ড' এবং 'প্রমিথিউস দ্য ফায়ার-ব্রিংগার' নামে ট্রিলজি নাটক লেখেন। পরবর্তীকালে স্যাফো, ওভিদ, মিলটন প্রমুখের লেখায় প্রমিথিউসের প্রসঙ্গ এসেছে।

গ্যোয়েটের 'প্রমিথিউস' সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য

গ্যোয়েটের কবিতা জার্মান ভাষায় রচিত, ৬৩ পংক্তি ও ৭ টি স্তবকে বিন্যস্ত। রচনারীতির দিক থেকে 'হিম' জাতীয় কবিতা। ছন্দবন্ধকে আজকের দিনের বিচারে বলা যেতে পারে 'ফ্রি ভার্স'।

নিজের আত্মজীবনী 'কাব্য ও সত্য'-তে গ্যোয়েটে এই কবিতাটি সম্পর্কে বলছিলেন কেউ চাইলে এতে ধর্মীয় বা দার্শনিক ব্যাখ্যা যোগ করতেই পারেন কিন্তু সবার আগে এটি একটি কবিতা। তাঁর এটা ভাবতে ভালো লেগেছিল যে মানুষ ঈশ্বর অপেক্ষা নিম্নস্তরের কোনো অস্তিত্বের দ্বারা সৃষ্ট। এখানে খ্রিস্টধর্ম পূর্ববর্তী পৌত্তলিক বা পেগান ধর্মের ঈশ্বর লক্ষ্য হলেও গ্যোয়েটে প্রশ্ন তুলেছেন বাইবেল কথিত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। এই কবিতার রচনাকালে গ্যোয়েটে ছিলেন যুক্তিবাদের আলোকে আলোকিত।

এ কবিতায় প্রমিথিউস জিউসকে অভিযুক্ত করেছে তার প্রতি দেবতাদের দ্বেষপূর্ণ বা বিরূপ আচরণের জন্য, প্রকারান্তরে মানবত্বের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য। তাই এই কবিতাটিতে প্রশ্নবোধক বাক্যের আধিক্য লক্ষ করা যায়।

প্রমিথিউস আকাশের দেবতা জিউসকে বলছে, তাঁর আকাশ মেঘবাষ্পে আচ্ছন্ন করার মধ্যে একধরনের শিশুসুলভ জেদ এবং ঈর্ষা প্রকাশ পায়। প্রমিথিউসের তৈরি কুটির আর অগ্নিকুণ্ডের কোনো ক্ষতি করার সাধ্য দেবতার নেই। এর পরের স্তবকে প্রমিথিউস দেবতাদের সৌরলোকের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য দাবি করেছে, কারণ মানুষের দেওয়া পূজার নৈবেদ্য আর প্রার্থনার নিঃশ্বাসই দেবতাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই প্রমিথিউস দেবতাদের ভিক্ষুক বলে মনে করেছে। প্রমিথিউস স্মরণ করেছে তার শৈশবের কঠিন দিনগুলিকে যখন দেবতারা অসহায় প্রমিথিউসের প্রতি সহৃদয় আচরণ করেননি। শেষ তিনটি স্তবকে প্রমিথিউস ঈশ্বরকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছে। ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। তাই প্রমিথিউসের ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশ্ন—

'আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করব? কেন?'

প্রমিথিউস মনে করেছে ঈশ্বর নন, তাকে গড়ে তুলেছে সর্বশক্তিমান সময় আর শাশ্বত নিয়তি। ঈশ্বর হয়তো ভেবেছিলেন বিপাকে পড়ে প্রমিথিউস হয়ত জীবনকে ঘৃণা করবে, জীবনবিমুখ হয়ে পালিয়ে যাবে গহন অরণ্যে। কিন্তু ঈশ্বরের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে প্রমিথিউস পার্থিব সংগ্রামী জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে। সে বলেছে—

'এইখানে আমি থাকি আর মানুষ গড়ি আমার আদলে

গড়ি এমন এক জাতি যারা আমারই মতো দুঃখ পাবে

আর কাঁদবে আর সুখী হবে উপভোগ করবে

আর তোমায় করবে অস্বীকার।'

এই পংক্তিগুলিতে সরাসরি পুরাণ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে যে মানুষ প্রমিথিউসের সৃষ্টি। এখানে কবি প্রমিথিউসের মুখ দিয়ে ঐশ্বরিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে মর্ত্যমানবের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করেছেন।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুবাদ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'জার্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৬৩) সংকলনে। পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যগ্রন্থ 'অথবা কিন্নর' (১৯৬৫)-তে 'প্রমিথিউস' সংকলিত হয়।

- অনুবাদটি মূলের তুলনায় সংহত, ৪৪ পংক্তি ৬ টি স্তবকে বিন্যস্ত।
- মূলের মতোই প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার করেছেন অনুবাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র।
- অনুবাদ কখনো মূলানুগ কখনো লক্ষ্য ভাষার শব্দ ব্যবহার অনুযায়ী। যেমন, প্রথম স্তবকে তিনি অনুবাদ করছেন— 'ছোটো ছেলে যেমন করে ওক গাছে আর পাহাড়ের ওপর...' আর দ্বিতীয় স্তবকে লিখছেন— 'পূজার নৈবেদ্য আর প্রার্থনার নিশ্বাসই...'। প্রথম উদাহণে অনুবাদ আক্ষরিক আর দ্বিতীয় উদাহরণে তিনি ভাবানুবাদের সাহায্য নিয়েছেন। একইভাবে তিনি উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে চতুর্থ স্তবকে 'টাইটান'-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন 'দৈত্যরাজ'।
- একটি অংশে বাঙালি কবির আবেগ অনুভব করা যায়। 'আশার ছলনে ভোলা' শব্দবন্ধের ব্যবহারে তিনি মধুসূদনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।
- তবে আমাদের একটি প্রশ্ন জাগে, প্রেমেন্দ্র মিত্র জার্মান থেকে অনুবাদ করেছেন না ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় তরজমা করেছেন? সম্ভবত জার্মান> ইংরেজি> বাংলা এই ক্রমে অনুবাদ মূল থেকে ক্রমশ কিছুটা বিচ্যুত হয়েছে।